শুধু এক দুর্নীতিবাজ-সুবিধাবাদী কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিতে গিয়েই প্রশাসনে আজ এ বিশৃঙ্খলা

প্রশাসনে আজ যে বিশৃঙ্খলা আর স্থবিরতা দেখা দিয়েছে এর সৃষ্টি এক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে। জ্যেষ্ঠতা তালিকায় ওই কর্মকর্তার নাম অনেক পেছনে থাকায় তার পদোন্নতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু তাকে পদোন্নতি দিতে গিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দিতে হয়েছে। আর এই পদোন্নতিকে ঘিরে প্রশাসনে সৃষ্টি হয়েছে লেজে-গোবরে অবস্থা। সরকারের সবেমাত্র শুরু। এরই মধ্যে কর্মকর্তাদের এই পদোন্নতিকে ঘিরেই প্রশাসনে এতো বড় ধরনের অনিয়মের সূচনা করতে হলো সরকারকে। এমনকি পদোন্নতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকেও বিব্রত এবং সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

জানা গেছে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (এপিডি) থাকার সুবাদে সরকারের ওপর অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে তিনি পদোন্নতি বাগিয়ে নিয়েছিলেন। তার কারণেই এ সময় দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য অনেক কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। আবার অনেক যোগ্য কর্মকর্তা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অবৈধভাবে নিজের পদোন্নতি বাগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি প্রশাসনে দলীয়করণ ও নজিরবিহীন সংখ্যক অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির নেতৃত্বদানকারী এই কর্মকর্তার নাম ড. খোন্দকার শওকত হোসেন। তিনি বর্তমানে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা গেছে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (এপিডি) পদে থাকাকালীন ড. শওকত অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির ব্যাপারে সরকারকে যথাযথ তথ্য দেননি। যদিও সরকারের কাছে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা তার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেননি, বরং নিজের পদোন্নতি বাগিয়ে নিতে গিয়ে সরকারকে অসত্য তথ্য দিয়ে বিপাকে ফেলেছেন। ড. শওকতের জন্যই গত ২৮ জানুয়ারি এক সঙ্গে ৭২ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দিতে হয়েছে। নিজের পদোন্নতি হাতিয়ে নেয়া ছাড়াও ওই সময় দুর্নীতিবাজদের পদোন্নতির সুযোগ করে দিয়ে মোটা অংকের অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন ড. খোন্দকার শওকত হোসেন।

সূত্র জানায়, ড. খোন্দকার শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি যুগ্মসচিব (এপিডি) ছাড়াও ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটসহ সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ওইসব পদে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিভিন্ন রকমের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে নিজেকে একজন বঞ্চিত কর্মকর্তা হিসেবে জাহির করতে থাকেন এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আওয়ামী লেবাস লাগিয়ে দলবাজিতে নেমে যান। ড. খোন্দকার শওকত হোসেন এখন নিজেকে প্রশাসনে এক নম্বর আওয়ামী সমর্থক হিসেবে পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করছেন। অথচ এই কর্মকর্তাকে অতীতে কখনো আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে মনে করা হতো না। বরং পারিবারিকভাবে তিনি বিএনপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উল্লেখ্য, চারদলীয় সরকারের উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু এবং ড. খোন্দকার শওকত হোসেন একই পরিবারের।

অতিরিক্ত সচিবের পদ ধরা হয় মোট ১০৭টি। এগুলোর মধ্যে ডিউটি পদ ২৩টি এবং ডেপুটেশন পদ ৮১টি। এর মধ্যে এমন কিছু পদও রয়েছে যেগুলো ইতিপূর্বে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদ হিসেবে পরিচিত ছিল।

সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান সরকারের আমলে অতিরিক্ত সচিব পদে যে পদোন্নতি দেয়া হয়, এই সময় সরকারের পদোন্নতির পরিকল্পনা ছিল ৩১ জনের। কিন্তু পদোন্নতি দেয়ার মতো এই ৩১টি পদও ছিল না সরকারের হাতে। অথচ পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ৭২ জনকে। ফলে অতিরিক্ত পদোন্নতি প্রাপ্তদের বর্ধিত বেতন-ভাতা বাবদ সরকারের বিশাল অংকের অর্থেরও অপচয় হচ্ছে। নজিরবিহীন সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ায় বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব কর্মকর্তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৯ জন। অর্থাৎ এর মধ্যে অতিরিক্ত আছেন ৩২ জন। এই অতিরিক্ত ৩২ জনের কয়েকজন পোস্টিংয়ে আছেন, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের পরিচালক, ডিসিসি'র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালকের মতো পদে, যেসব পদে ইতিপূর্বে বরাবর যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা কাজ করেছেন।

দলীয়করণ প্রবণতার কারণে গতিশীলতা হ্রাস পাচ্ছে

দলীয়করণ প্রবণতার কারণে কিছু কর্মকর্তা অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে দলবাজিতে নেমেছেন। এরা সারাক্ষণ দলাদলি নিয়ে মশগুল থাকছেন। এর কারণ হলো- বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের লোক হিসেবে নিজেকে যে যত বেশি জাহির করতে পারবেন, তিনি তত বেশি পুরস্কার হাতিয়ে নিতে পারবেন। অন্যদিকে যারা এই দলবাজিতে যোগ দিতে পারছেন না, তারা চিহ্নিত হচ্ছেন বিরোধী দলীয়মনা কর্মকর্তা হিসেবে। ফলে এরা পোস্টিং-পদোন্নতিসহ নানারকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আর এতে যোগ্য, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ আমলাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বিকভাবে প্রশাসনে নেমে এসেছে হতাশা। এ কারণে প্রশাসনে গতিশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে দলীয়করণের প্রবণতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় মূলত অতিরিক্ত সচিব পদে একই সঙ্গে ৭২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ার ঘটনা থেকেই।

দলবাজির নেতৃত্বে ড. শওকত

বর্তমানে প্রশাসনে যে দলবাজি এতে মূলত নেতৃত্ব দিচ্ছেন ড. খোন্দকার শওকত হোসেনই। তিনি নিজেকে জোট সরকারের আমলে পদোন্নতি বঞ্চিত হিসেবে দাবি করলেও মূলত তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। অতীতে সুবিধাবাদী কর্মকর্তা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। আগের বিএনপি সরকারের আমলে (২৬ জানুয়ারি ১৯৯১-৮মে ১৯৯৪) তিনি ঢাকা সিএমএম কোর্টে একনাগাড়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। দ্বিতীয় দফায় বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অন্যদের সঙ্গে প্রথমবারেই তিনি উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। পরে যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতির সময় ২০০৬ সালের জুলাই মাসে একবার বাদ পড়লেও ওই বছরই পরে যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

বর্তমানে প্রশাসনে যে দলবাজি এতে মূলত নেতৃত্ব দিচ্ছেন ড. খোন্দকার শওকত হোসেনই। তিনি নিজেকে জোট সরকারের আমলে পদোন্নতি বঞ্চিত হিসেবে দাবি করলেও মূলত তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। অতীতে সুবিধাবাদী কর্মকর্তা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। আগের বিএনপি সরকারের আমলে (২৬ জানুয়ারি ১৯৯১-৮মে ১৯৯৪) তিনি ঢাকা সিএমএম কোর্টে একনাগাড়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। দ্বিতীয় দফায় বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অন্যদের সঙ্গে প্রথমবারেই তিনি উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। পরে যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতির সময় ২০০৬ সালের জুলাই মাসে একবার বাদ পড়লেও ওই বছরই পরে যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

জুলাই ২০০৬- এ ড. খোন্দকার শওকত হোসেনকে পদোন্নতি থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল মূলত দুর্নীতির কারণে, দলীয় অভিযোগে নয়। ৪ দলীয় জোট সরকারের সময় তিনি একাধারে দীর্ঘদিন গাজীপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় পোস্টিংয়ে ছিলেন। যদিও ওই সময় তিনি ছিলেন জেলা পরিষদের সচিব, অর্থাৎ কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ পদে। ড. শওকত হোসেন নিজের পছন্দেই গাজীপুর জেলা পরিষদের সচিব পদটিতে পোস্টিং নিয়েছিলেন। যে কারণে উপসচিব পদে পদোন্নতির পরও তিনি সেখানে পুনরায় পোস্টিং পান। গাজীপুরে কর্মরত থাকাকালে তারা ৪ জন কর্মকর্তা নিজেদের মধ্যে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছিলেন। ওই সময় হেন কোন কাজ নেই যে তারা করেননি। গাজীপুরে ড. শওকত জমিজমার ব্যবসাও করেছেন। অথচ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ড. খোন্দকার শওকত হোসেনই বর্তমান সময়ে সবচে' বড় আওয়ামী পন্থি হয়ে গেছেন। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বঞ্চিত কর্মকর্তা হিসেবে জাহির করছেন। ড. খোন্দকার শওকত হোসেনকে ঢাকার কমিশনার করা হয়েছে অতীতের সকল রেওয়াজ ভঙ্গ করে। কারণ, তিনি ডিসি ছিলেন না। ডিসি পদে কাজ করেননি এমন কাউকে বিভাগীয় কমিশনার করার নজির অতীতে আর নেই। কমিশনার হওয়ার জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা হলো- ডিসি পদে কাজ করা।

অতীত দুর্নীতি

ড. খোন্দকার শওকত হোসেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ইউএনও, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর উপ-পরিচালক, গাজীপুর জেলা পরিষদের সচিব এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার পরিচালকসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ওইসব পদে দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ উঠে। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ড. খোন্দকার শওকত হোসেন ২৩ এপ্রিল ১৯৮৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত। ওই সময় সেখানে তিনি একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেখানে তিনি ব্যাপক হারে জামিন বাণিজ্য চালিয়েছিলেন। বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯১-১৯৯৪ সালে তিনি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীনও ব্যাপক হারে জামিন ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গাজীপুর জেলা পরিষদের সচিব পদে থাকাকালীনও তিনি ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ওই সময় গাজীপুরের ডিসি পদে সিনিয়র ব্যাচের যিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং মামলাও হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ওই ডিসি'র দুর্নীতির সঙ্গে ড. শওকত হোসেনেরও সম্পৃক্ততা ছিল। যদিও জেলা পরিষদের সচিব হিসেবে সেই সব কাজের সঙ্গে তার যুক্ত হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া সেই সময় শওকত হোসেনের চরিত্র নিয়েও নানা রকম অভিযোগ উঠে। এভাবেই অবৈধ পন্থায় উপার্জনের মাধ্যমে তিনি এখন একজন বিশাল বিত্তশালী। ঢাকার ইন্দিরা রোডে স্ত্রীর নামে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। মেয়েকে লন্ডনে পড়াশুনা করিয়েছেন সেখানকার অভিজাত এলাকায় রেখে। নামে-বেনামে ব্যাংকে অনেক একাউন্ট খুলেছেন। ওইসব একাউন্টে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত আছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সরকার বিপাকে

প্রশাসন নিয়ে মহাজোট সরকার এক বিপাকের মধ্যে আছে। প্রশাসনের সর্বত্র এক ধরনের বিশৃংখলা চলছে। বিশৃংখলার কারণে কাজের গতিশীলতা হ্রাস পেয়েছে। সবচে' বড় কথা, সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত সব কর্মকর্তাদের মধ্যেই এখন পদোন্নতি ও পোস্টিংয়ের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে। সবাই দ্রুত পদোন্নতি পেতে চান, ভালো পোস্টিং চান। এসব প্রত্যাশার বিপরীতে না পাবার হতাশাও বেড়েছে অনেক। আর সেই কারণেই প্রশাসনের গতিশীলতা হ্রাস পেয়েছে। বলা যায়, এসব কিছুর মূলেই সেই ড. খোন্দকার শওকত হোসেন। অতিরিক্ত সচিব পদে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ার কারণেই অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধরনের প্রাপ্তির আশা জেগেছে।

- বিশেষ প্রতিবেদক